Date: 16th October, 2017

জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির সম্পত্তি ও দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন

(সারাংশ)

অর্থনৈতিক বছর ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৫-১৬

অ্যাশোসিয়েশান ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম এর প্রতিবেদন

যোগাযোগ
উজ্জয়িনী হালিম
সমন্বয়কারী
পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশান ওয়াচ
০৩৩ ২৪৮৩৬৪৯১
৯৮০৩৯৯৩২৬
ujjainihalim@gmail.com

অ্যাশোসিয়েশান ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম
T-95, II floor, C.L House, Gautam Nagar
New Delhi-110049
011-41654200
adr@adrindia.org

জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির ধনসম্পত্তি ও দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ

ভূমিকা

আমাদের দেশে শিল্প, ব্যবসা ও বানিজ্য উদ্যোগগুলির আয়, ব্যয় ও লাভের খতিয়ান দাখিল করার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে যা Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) দ্বারা প্রনীত। রাজনৈতিক দলগুলি এই শিল্প, ব্যবসা বা বানিজ্য শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই শিল্প, ব্যবসা ও বানিজ্য উদ্যোগ গুলির জন্য তৈরী করা নীতিমালা এই দলগুলির জন্য প্রযোজ্য হয় না।

এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে, ভারতের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ICAI কে অনুরোধ করেন রাজনৈতিক দলগুলির জন্য প্রযোজ্য একটি হিসাব নিরীক্ষণ নীতিমালা তৈরী করতে যাতে রাজনৈতিক দলগুলির কর্মপ্রনালীতে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কাজে, আরো স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। আর সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েই ফেব্রুয়ারী ২০১২ তে ICAI রাজনৈতিক দলগুলির জন্য ধনসম্পত্তি ও দায়বদ্ধতার হিসাব দাখিলের এক নির্দেশিকা প্রনয়ন করে। এই নির্দেশিকা তে রাজনৈতিক দলগুলির আয়, ব্যয়, ধনসম্পত্তি ও দেনা/দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের রূপরেখাটিকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

এডিআর এর বর্তমান প্রতিবেদনটি আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৫-১৬ র মধ্যে, জাতীয় স্তরের সাতটি দলের (বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস, এনসিপি, সিপিআই, সিপিএম এবং জাতীয় তৃনমূল কংগ্রেস) ধনসম্পত্তি ও দায়বদ্ধতার দাখিল করা পরিসংখ্যানের বিশ্লেষন ও তার সারাংশ।

প্রতিবেদনের সারাংশ

বহুল জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্নের উত্তরঃ

- ***ব্যালেন্স সীট বা হিসাব নিকাশ পত্র কি?***

ব্যালেন্স সীট বা হিসাব নিকাশ পত্রে যে কোন উদ্যোগ সংক্রান্ত তিন ধরনের তথ্য থাকে (এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির কথা বলা হচ্ছে) যেমন ক) ধনসম্পত্তি-যার অন্তর্ভুক্ত হল নগদ টাকা, দলগুলির করা ব্যাঙ্কে বিনিয়োগ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, খ) মূলধন বা মজুত তহবিল (Capital or Reserve Fund)। ব্যালেন্স সীটের একটি মুখ্য অংশ হল দল গুলির মোট সম্পদ – অর্থাৎ ধনসম্পত্তি থেকে দায়বদ্ধতাকে বিয়োগ করে থাকা সম্পদ। গ) দায়বদ্ধতা বা দেনা – এর অন্তর্ভুক্ত হল দল গুলির ব্যঙ্কের কাছে দেনা, অসুরক্ষিত ধার, ওভারড্রাফটের (ব্যঙ্কে যে পরিমান টাকা আছে তার থেকে যত বেশী টাকা তোলার সুযোগ দলটির থাকে) উচ্চসীমা ইত্যাদি।

- ***রাজনৈতিক দল গুলির ধন সম্পত্তি- দায়বদ্ধতা/আয় তথা ব্যয়ের বিশেষত্ব কি?***

সাধারন হিসাব নিরীক্ষণ নির্দেশিকা বিভিন্ন উদ্যোগ গুলির বিবিধ কাজের কথা (যেমন, ব্যবসায়িক, বানিজ্যক বা শিল্প সংক্রান্ত কাজ) মাথায় রেখে তৈরী করা হয়েছে। কিন্ত রাজনৈতিক দলগুলি কোন ব্যবসায়িক কাজে যুক্ত থাকে না, তাই এক্ষেত্রে 'লাভ-লোকসান' শব্দের বদলে 'আয়-ব্যয়' শব্দটি নির্দেশিকা তে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে সাধারন নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

- ***ভারতের নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা সংক্রান্ত নির্দেশিকাটি কি?***

ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ নং ধারায়, নির্বাচন কমিশনকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা সুপ্রীম কোর্টের বিধানেও (AIR 1978 SC 851) পুনরায় স্বীকৃত হয়েছে। এই বিশেষ ক্ষমতার একমাত্র লক্ষ্য হল যাতে কমিশন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে। স্বচ্ছতার নির্দেশিকাটি ২০১৪ সালে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির সাথে আলোচনা করেই গৃহীত হয়, কাজেই সব দলই এই নির্দেশিকা মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই নির্দেশিকা প্রনয়নের মূল লক্ষ ছিল রাজনৈতিক দলের আর্থিক কাজকর্মকে আরো স্বচ্ছ করা ও সেই উদ্দেশ্যে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ICAI প্রনীত নিয়মাবলীকে মেনে চলা।

- ***এডিআরএর এই প্রতিবেদনে কি তথ্য পাওয়া যাবে?***

জাতীয় স্তরের ৭টি দলের (বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস, এনসিপি, সিপিআই, সিপিএম এবং জাতীয় তৃনমূল কংগ্রেস) আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৫-১৬ র ধনসম্পত্তি ও দায়বদ্ধতার দাখিল করা পরিসংখ্যানের বিশ্লেষন। এখানে ধন সম্পত্তি বলতে স্থায়ী সম্পদ, ধার ও অগ্রিম রাশি, আমানত বা জমা রাশি, বিনিয়োগ ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। দেনা বা দায়বদ্ধতা বলতে বোঝানো হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ, বিভিন্ন ঋণদাতার থেকে নেওয়া ঋণ, ওভারড্রাফট, অন্যান্য দেনা ইত্যাদি। মূলধন বা মজুত তহবিল (Capital or Reserve Fund) হল সমগ্র ধনসম্পত্তি থেকে দেনা বা দায়বদ্ধতা বাদ দিয়ে যে সম্পদ দলগুলি তাদের খরচের জন্য প্রতি বছর বরাদ্দ করে সেই রাশি।

আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৫-১৬ তে জাতীয় দলগুলির দ্বারা ঘোষিত ধনসম্পত্তি

- আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ সালে জাতীয় দলগুলির দ্বারা ঘোষিত গড় মোট ধনসম্পত্তির পরিমান ছিল ৬১.৬২ কোটি টাকা যা ২০১৫-১৬ তে বেড়ে ৩৮৮.৪৫ কোটি টাকা হয়েছে
- আর্থিক বছর ২০০৮-০৯ এ দলগুলি মোট ৯৫ কোটি টাকার হ্রাসের হিসাব দাখিল করেছে আর ২০০৯-১০ সালে আবার ১৫৬.৫১ কোটি টাকার বৃদ্ধির হিসাবও দাখিল করেছে।

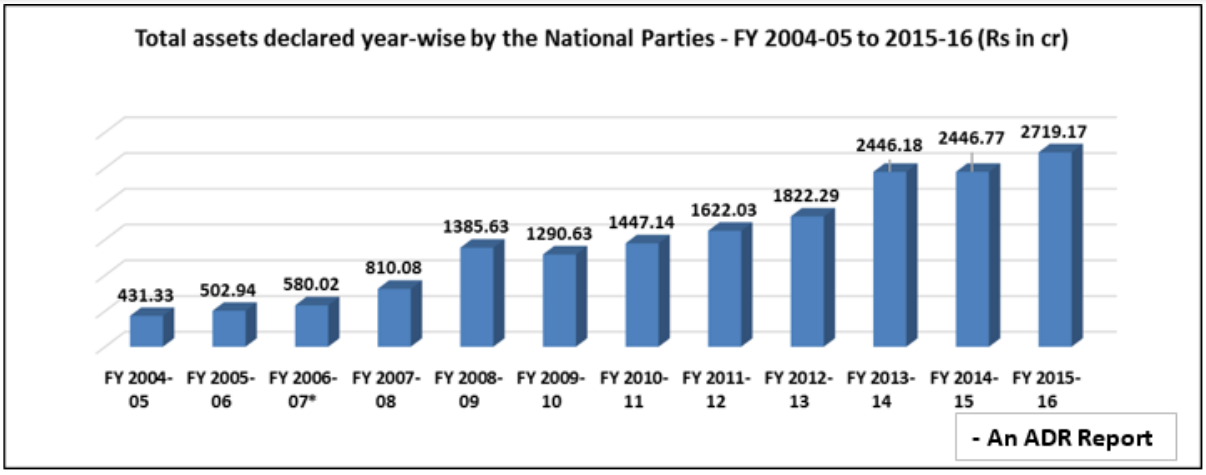

আর্থিক বছর ২০০৬-৭ এর বিএস পির ব্যালেন্স সীট পাওয়া যায় নি।

- আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ এ বিজেপির ঘোষিত মোট ধনসম্পত্তির পরিমান ছিল ১২২.৯৩ কোটি টাকা যা আর্থিক বছর ২০১৫-১৬ তে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮৯৩.৮৮ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬২৭.১৫% বৃদ্ধি।
- সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসের বাৎসরিক ঘোষিত আয়ের হিসাবে স্থায়ী বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ এবং ২০১৫-১৬ র মধ্যে সিপিএমের মোট ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে ৩৮৩.৪৭% (৯০.৫৫ কোটি থেকে বেড়ে ৪৩৭.৭৮ কোটি) আর ঐ একই সময়ে তৃণঅমূল কংগ্রেসের মোট ধনসম্পত্তি ০.২৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৪.৯৯ কোটি টাকা (১৭৮৯৬%)।

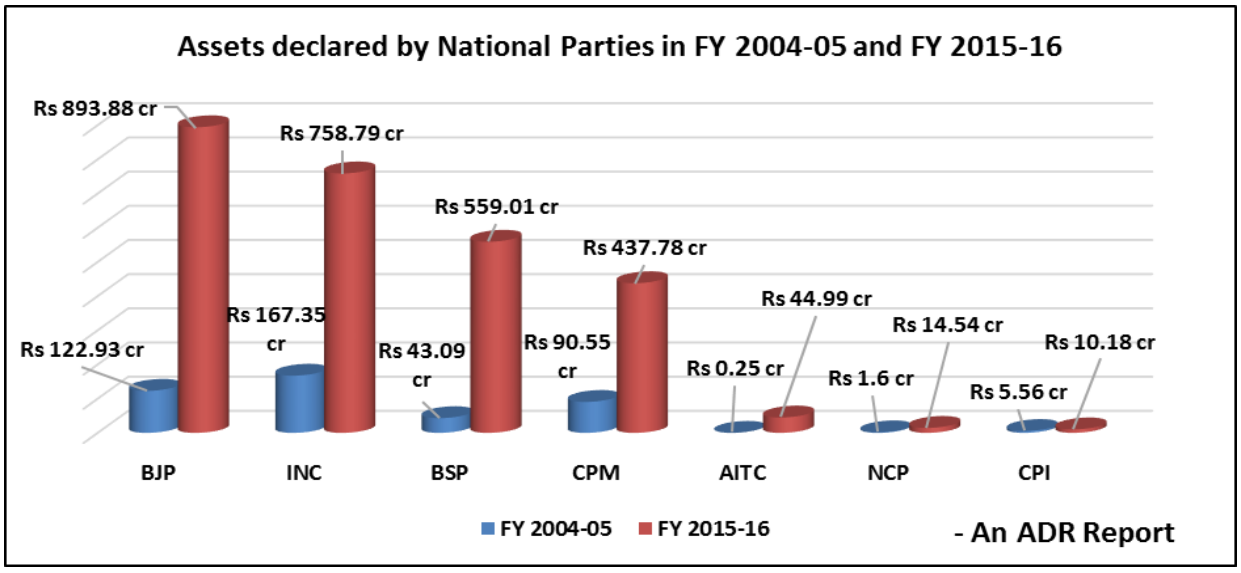

- জাতীয় দলগুলির দ্বারা ঘোষিত ধনসম্পত্তি মূলত ৬টি শ্রেনীতে বিভক্ত- স্থায়ী সম্পদ, ঋণ ও অগ্রিম রাশি, এফডিআর বা স্থায়ী সঞ্চয়/জমা, টিডিএস বা উৎস থেকে কেটে নেওয়া কর, বিনিয়োগ ও অন্য সম্পদ।
- আর্থিক বছর ২০০৮-০৫ এ বেশীর ভাগ দলই তাদের ধন্সম্পত্তির সিংহ ভাগ এফডিআর/জমার ঘরে দেখিয়েছে- মোট রাশি হল ১৮৩.৪৪২ কোটি টাকা, যা সমগ্র ঘোষিত সম্পদের ৪২.৫৩%
- আর্থিক বছর ২০১৫-১৬ তে কিন্তু সর্বাধিক ঘোষিত সম্পদের শ্রেনী পরিবর্তিত হয়ে 'অন্য সম্পদ' শ্রেনীতে বেশীর ভাগ সম্পদ দেখানো হয়েছে, যার মোট পরিমান ১৬০৫.১১৪ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট সম্পদের ৫৯%
- এখানে উল্লেখ্য হল একমাত্র 'বিনিয়োগ' শ্রেনীতে সম্পদের পরিমান হ্রাস পেয়েছে। আর্থিক বছর ২০০৮-০৫ এ দলগুলির মোট বিনিয়োগ ছিল ১৬.৯৩৬ কোটি টাকা যা বর্তমানে কমে হয়েছে ৪.০১৮ কোটি টাকা।

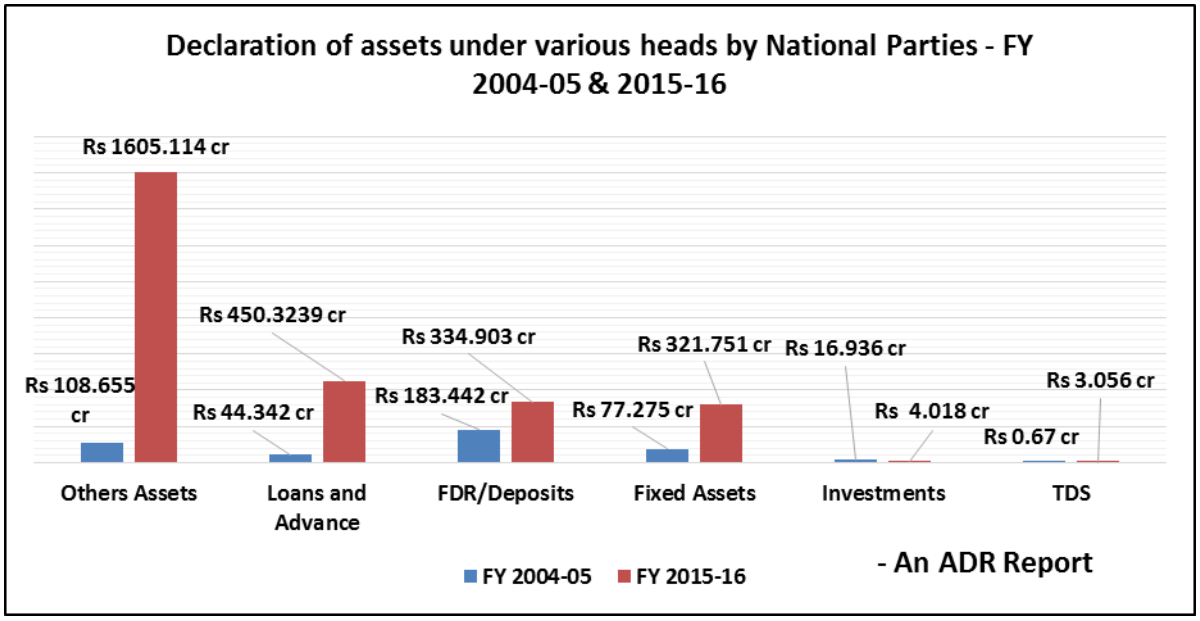

জাতীয় দলগুলির ঘোষিত দেনা/দায়বদ্ধতা

- আর্থিক বছর ২০০৮-০৫ এ ৭টি জাতীয় দল মোট ৪৭.৭৭ কোটি টাকা দেনা বা দায়বদ্ধতার কথা ঘোষণা করে, অর্থাৎ দল পিছু গড় দেনা ৬.৮২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সিপিএম এর দেনা ছিল সর্বোচ্চ ২০.২৮৫ কোটি টাকা, তার পরেই ছিল বিজেপি ১৪.২৯৮ কোটি টাকা।
- রাজনৈতিক দলগুলির দেনা/দায়বদ্ধতাতে চোখে পড়ার মতন বৃদ্ধি দেখা যায় ২০০৮-০৯ এ (১৩৪.৪২৯ কোটি টাকা), ২০১১-১২ তে (১৪৫.৮৪৪ কোটি টাকা) ও ২০১৪-১৫ তে (৩৮৭.৬৩৯ কোটি টাকা)।

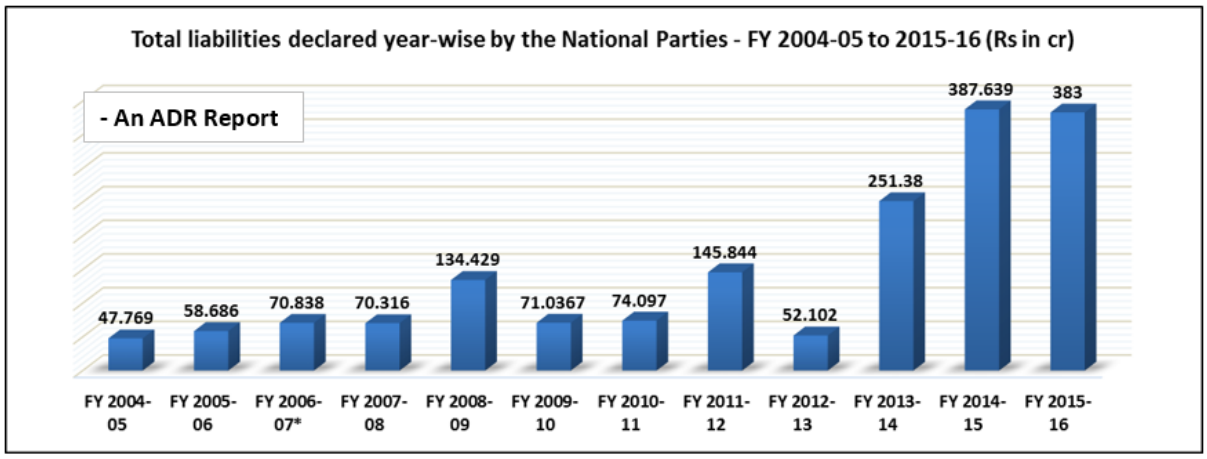

- আর্থিক বছর ২০১৫-১৬ তে দলগুলির ঘোষিত মোট দেনা/দায়বদ্ধতা হল ৩৮৩ কোটি টাকা অর্থাৎ দল পিছু গড়ে ৫৪.৭১ কোটি টাকা। জাতীয় কংগ্রেসের দেনার পরিমান ছিল সব থেকে বেশী ৩২৯.৪৩ কোটি টাকা আর তার পরেই ছিল বিজেপি ২৪.৯৯ কোটি টাকা।
- সিপি এম একমাত্র দল যারা তাদের দেনা হ্রাস পেয়েছে বলে ঘোষণা করেছে, আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ এ ২০.২৮৫ কোটি টাকা থেকে কমে ২০১৫-১৬ তে ৫.১৪ কোটি টাকা।

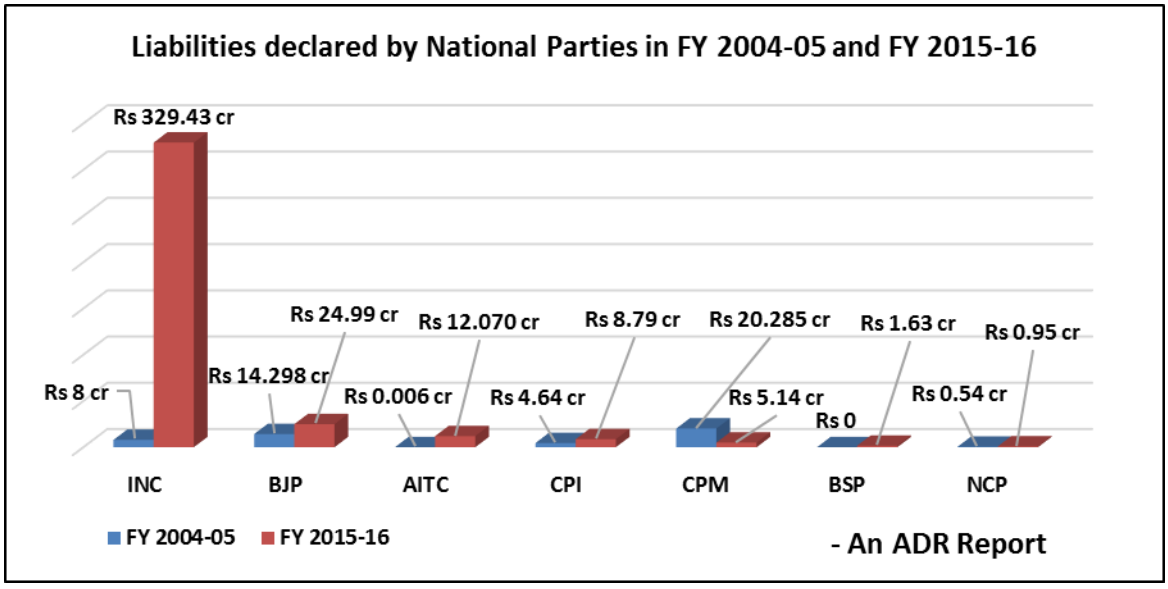

- জাতীয় দলগুলির ঘোষিত দেনা/দায়বদ্ধতা মুখ্যত দুটি শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। ঋণ/ধার (ব্যাঙ্ক, ওভারড্রাফট, অন্য সূত্র থেকে ঋণ) এবং অন্য দায়বদ্ধতা।
- আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ এ জাতীয় দলগুলি তাদের দেনা দেখিয়েছিল 'অন্য দায়বদ্ধতা' শ্রেনীতে যার মোট পরিমান ৩১.৪৩ কোটি টাকা। আর ২০১৫-১৬ তে মুখ্য দেনার শ্রেনী বদলে হয়েছে 'ধার' যার মোট পরিমান ৩৩৩.১৪ কোটি টাকা।

- আর্থিক বছর ২০১০-১১ সাল ছাড়া সিপিএম সব সময় শূন্য ধার ঘোষণা করেছে, উক্ত বছরে দলটি ধার খাতে ৪৪.৭০ কোটি টাকা ঘোষণা করেছিল। ২০১৫-১৬ তে সিপেএম ৫.১৪ কোট টাকা 'অন্য দায়বদ্ধতা' খাতে ঘোষণা করেছে।
- জাতীয় কংগ্রেস সব থেকে বেশী দেনা/দায়বদ্ধতা ঘোষণা করেছে, সেটা ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে যার মোট পরিমান ৩২৭.৫৪ কোটি টাকা ও এই দায়বদ্ধতা 'ধার' শ্রেনীভুক্ত।

জাতীয় দলগুলির ঘোষিত মূলধণ/মজুত তহবিল- আর্থিক বছর ২০০৪-২০০৫ থেকে ২০১৫-১৬

- মোট মুলধণ / মজুত তহবিল যা জাতীয় দলগুলি আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ এ ঘোষণা করেছিল তার পরিমান হল ৩৮৩.৫৬ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে এর পরিমান বেড়ে হয়েছে ২৩৩৬.১৭ কোটি টাকা।
- বর্তমানে বিজেপির মূলধন সব থেকে বেশী, তাদের ঘোষণা মত ৮৬৮.৮৮৯ কোটি টাকা, তারপরেই রয়েছে বিএসপি ৫৫৭.৩৮ কোটি টাকা এবং তৃতীয় স্থানে সিপিএম ৪৩২.৬৪ কোটি টাকা।
- আর্থিক বছর ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৫-১৬ র মধ্যে বিজেপির মজুত তহবিল বেড়েছে ৭০০%, জাতীয় কংগ্রেসের ১৬৯%। তবে সর্বাধিক বৃদ্ধি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৩৪৪৭% ও বিএসপির ১১৯৪%। এখানে উল্লেখ্য তৃণমূল কংগ্রেস বা বিএসপির শতাংশ বৃদ্ধি অনেক বেশী হলেও টাকার পরিমানে তারা অন্য দলের থেকে পিছিয়ে।

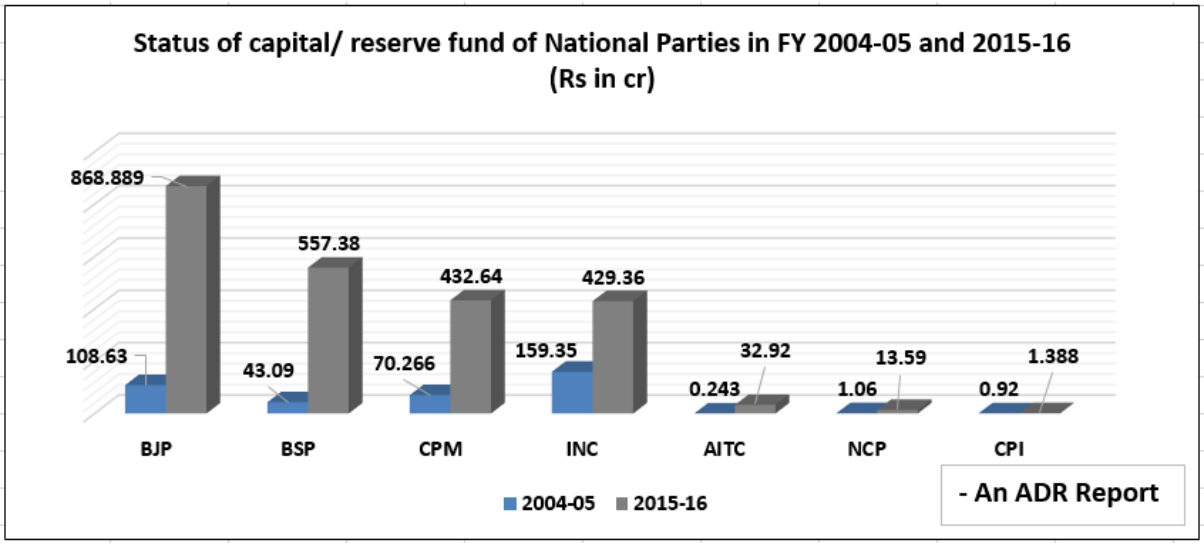

এ ডি আর এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

পর্যবেক্ষণ

১। ICAI এর নিয়ম অনুযায়ী দলগুলির তাদের ঋণের সমস্ত উৎস- অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নাম বা ঋণ দানকারী সংস্থার নাম পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করার কথা। এছাড়াও ঋণ গ্রহনের শর্ত ও পরিশোধের সময়সীমার উল্লেখ থাকা আবশ্যক। যেমন ১-৫ বছরে পরিশোধযোগ্য বা ৫ বছর পরে পরিশোধযোগ্য ইত্যাদি। কিন্তু এই তথ্য জাতীয় দলগুলি ঘোষণা করেনি।

২। দান হিসাবে পাওয়া স্থায়ী সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ দলগুলির ঘোষণা করার কথা যেমন সম্পদটির আসল মুল্য, কোন সংযোজন বা বিয়োজন, মুল্যহ্রাস, বা মূল্য মাফ (written off), নির্মানের খরচ ইত্যাদি। দলগুলির দ্বারা কেনা সম্পদ সম্পর্কেওউপরোক্ত তথ্যগুলি প্রকাশ করা আবশ্যক। কিন্ত এই তথ্যও জাতীয় দলগুলি ঘোষণা করেনি।

৩।দলগুলি যদি ঋণ দিয়ে (নগদে বা অন্যভাবে) থাকে তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ অনিবার্য। আর এই ঋণ যদি মোট দেওয়া ঋণের ১০% র বেশী হয় তবে সেই ঋণের ধরন ও পরিমান প্রকাশ করা নিয়ম কিন্তু এক্ষেত্রেও দলগুলি নিয়ম পালন করেনি।

৪। ICAI এর নির্দেশিকা, যা নির্বাচন কমিশনের সুপারিশে চালু করা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ, কোন রাজনৈতিক দলই এই নির্দেশিকাকে সাদরে গ্রহন করে তার অনুসরন করেনি, অর্থাৎ নির্দেশিকা মাফিক তথ্য প্রকাশ করেনি। এই নির্দেশিকার একটি উদ্দেশ্য ছিল যাতে সব রাজনৈতিক দল এক সুনির্দিষ্ট রীতি মাফিক তাদের অর্থনৈতিক লেনদেনের হিসাব দেয় এবং তাদের আয়,ব্যয়, সম্পদ ও দেনা সম্পর্কে সার্বিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। দলগুলির নিম্নলিখিত তথ্য দেওয়ার কথা

ক দাতাদের শ্রেনী ও তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য (ব্যক্তি, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য)-এই তথ্য জাতীয় দলগুলি দেয়নি

খ বিভিন্ন অঙ্কের কুপনের থেকে পাওয়া টাকার বিস্তারিত বিবরণও জাতীয় দলগুলির আলাদা ভাবে প্রকাশের কথা যা তারা করেনি।

সুপারিশ

১। প্রতি তিন বছর অন্তর অডিটর বা হিসাব নিরীক্ষক পাল্টানো।

ক। ২৯শে আগাষ্ট এর পরিবর্তিত কোম্পানি আইন ২০১৩ তে বলা হয়েছে, কোন কোম্পানি, ৫ বছরের বেশী একই অডিটর কে দিয়ে হিসাব নিরীক্ষন করাতে পারবে না। কিন্তু এই নিয়ম রাজনৈতিক দলগুলির জন্য প্রযোজ্য নয়। কাজেই সুপারিশ হল দীর্ঘ সময় ধরে একই ব্যক্তি বা অডিট ফার্ম কে দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি যেন অডিট না করায়, এতে তথ্য বিকৃতির সম্ভাবনা বাড়ে।

খ। যদিও ভারতীয় আইন অনুযায়ী বিদেশী অডিট কোম্পানি এদেশে অডিট করতে পারেনা, কিন্তু অনেক সময় এদেশের অডিট ফার্মের সাথে বিদেশী ফার্মের বানিজ্যিক সংযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে, সম্পূর্ন সম্ভাবনা থাকছে, বিদেশে জাতীয় দলের আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক তথ্য ফাঁস হবার।

গ। ২৫৫ তম আইন কমিশন সুপারিশ করেছে যে রাজনৈতিক দলের অডিট **Comptroller and Auditor General** মনোণীত বিশেষজ্ঞ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এর দ্বারাই করানো উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে দলগুলি নিজেদের পছন্দমত অডিটর নিয়োগ করে থাক, এর পরিবর্তন দরকার।

২। যেহেতু রাজনৈতিক দলের দাখিল করা আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারনত পরীক্ষা করে দেখা হয় না (এমনকি জাতীয় দলগুলিরও না) তাই দাখিল করা হিসাব পত্র সন্দেহের দায়রার মধ্যে থেকে যায়। সেক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল করলেও অডিটরের কোন শাস্তি হয় না। অন-লাইনে আয়করের হিসাব দাখিলের সময় রাজনৈতিক দল তাদের আয়ের বিস্তারিত বিবরণ, ব্যয়, ধনসম্পত্তি ও দেনা/দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ন তথ্য রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করে না। কাজেই আয়কর বিভাগের কাছেও রাজনৈতিক দলগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য থাকে না। সুপারিশ হল রাজনৈতিক দলের দাখিল করা তথ্যের বাৎসরিক পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত।

৩। ১৭০ তম আইন কমিশনের সুপারিশ হল Representation of People's Act এ 78A ধারার সংযোজন এবং যে রাজনৈতিক দলেরা সঠিক ভাবে হিসাব সংরক্ষন ও প্রকাশ করবে না, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন। এই সুপারিশ বাস্তবায়িত করা উচিত।

৪। আয়কর আইনের 276CC ধারায় কোন ব্যক্তি আয়কর তথ্য না দিলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। একই নিয়ম রাজনৈতিক দলগুলির জন্যও চালু করা উচিত। এ ব্যপারে সুপ্রীম কোর্ট বলেছে (Judgement in Common Cause vs. Union of India & others) যে যখন রাজনৈতিক দলেরা আয়কর রিটার্ন দেয়না তখন সেটা আয়কর আইনের লঙ্ঘন বলে গন্য হবে। কাজেই এই সংক্রান্ত সুপারিশটির বাস্তবায়ন দরকার।

Contact Details

Media and Journalist Helpline: +91 80103 94248, Email: adr@adrindia.org

Ms Ujjaini Halim	**Maj. Gen Anil Verma (Retd.)**	**Prof Jagdeep Chhokar**	**Prof Trilochan Sastry**
Coordinator – West Bengal Election Watch	Head - NEW/ADR	IIM Ahmedabad (Retd.)	IIM Bangalore
033-24836491	+91 11 4165 4200	Founder Member-NEW/ADR	Founder Member-NEW/ADR
98302 99326	+91 88264 79910	+91 99996 20944	+91 94483 53285
bipimse@cal.vsnl.net.in	anilverma@adrindia.org	jchhokar@gmail.com	trilochans@iimb.ernet.in
ujjainihalim@gmail.com			